দৈনিক ইনকিলাব

23 NOV 1991
তারিখ ... 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

75

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছরে ১৭৫ দিন ক্লাস হয়নি

।। চ, বি, রিপোর্টার ।।

২০ নভেম্বর।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক বছরে কমপক্ষে ১শ' ৭৫ দিন ক্লাস হয়নি। ডিসেম্বর নব্বই-এ সৃষ্টি হওয়া জটিলতা আজ পর্যন্ত দূর না হওয়াতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ধর্মঘট, হরতাল এবং পাল্টা হরতালকারী ছাত্র সংগঠনগুলোর হাতে জিম্মি হয়ে আছে। ফারুক হত্যার আসামীদের গ্রেফতার, গত সোমবার ভিসির বাসায় হামলাকারীদের বিচার, ৬৩ জন শো-কজ প্রাপ্ত সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার ইত্যাদি দাবীতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল আহবান ও শনিবার থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। অপরদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষক সমাজ ২৪ নভেম্বরের মধ্যে সরকার সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হলে বৃহত্তর কর্মসূচীর ডাক দেবে। ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম-পৃষ্ঠার পর

গত বছরের ১১ ডিসেম্বরে চাকসু'র উদ্যোগে গণতন্ত্রের বিজয় মিছিলে ভিসি প্রফেসর আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিনের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে শিবির ও সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য ২২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল আহবান করে। এদিন কিছু সংখ্যক শিক্ষক, চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিল ফ্যাকাল্টিতে প্রবেশ করাকালে সৃষ্ট সংঘর্ষে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতা ফারুক নিহত ও বহু শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী আহত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ৯২ দিন পর ২৩ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও এদিনই পুনরায় বন্ধ হয়ে ১৪ তারিখ আবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। এরপর চলতে থাকে ভিসি'র পদত্যাগের দাবীতে শিবিরের লাগাতার কর্মসূচী। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য শিবিরের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবরোধ কর্মসূচী আহবান করে। ঐদিকে ইসলামী ছাত্র শিবির চঃ বিঃ শাখার নেতৃবৃন্দ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বর্তমান ভিসির মদদে একটি মহল ১৪ আগস্টের মতো পুরায় হামলার হুমকি দিচ্ছে। তারা ১৮ নভেম্বরের একটি সাজানো ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য, বিবৃতি ও কর্মসূচীর নামে পুরনো কায়দায় ব্যারিকেড সৃষ্টির নিন্দা জানিয়েছে।